[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ভুট্টা ব্যবসায়ীদের দখলে

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের একমাত্র খেলার মাঠ বাঘাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ এখন ভুট্টা ব্যবসায়ীদের দখলে। তারা পুরো খেলার মাঠ দখল করে শত শত মন ভুট্টা শুকানোয় ব্যাস্থ সময় পার করছেন। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।এতে করে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে গ্রামবাসী।

জানা গেছে, ভুট্টা ব্যবসায়ীরা বাঘাডাঙ্গা গ্রামের কথিত এক মাতব্বর ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে খেলার মাঠ লিজ নিয়ে ভুট্টা শুকাচ্ছেন। ভুট্টা শুকানোর ফলে এ ধুলাবালি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার কারনে বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন রোগ দেখা দেবার জোর সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে তারা শারিরিক ও মানসিক ভাবে বিকশিত হতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে বিদ্যালয়টির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হাসানুজ্জামান বলেন আমরা স্কুলের কারো কাছে লিজ দেয়নি সে জোর করে ভুট্টা শুকাচ্ছে।

বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ও যুব সমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে অনতিবিলম্বে খেলার মাঠ থেকে ভ্ট্টুা ব্যবসায়ীদের সরাতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

“স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি ভোক্তার স্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি” প্রতিপাদ্য নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস -২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে র্যালি ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

তিনি বলেন রমজান মাস উপলক্ষে কেউ বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। সততার সাথে সবাইকে ব্যবসা করতে হবে। রমজান মাসে বাজার মনিটরিং আরো বাড়ানো হবে। কেউ যেন বেশি দামে ভোক্তাদের কাছে পণ্য বিক্রি না করতে পারে। সেদিক সবাইকে নজর রাখতে হবে। এই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এই দিবস পালনের প্রত্যাশা থাকবে বাজার মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ রাখা। তাহলে সুষ্ঠু সুন্দর দেশ গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে উপজেলার সকল অফিসার বৃন্দ, সমাজসেবক, বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি সাধারণ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় পূর্বাশা পরিবহনের ধাক্কায় বাইসাইকেল চালক নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দর্শনাগামী পূর্বাশা পরিবহন (ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-২৪০৮) বাসের ধাক্কায় নুরনবী (১৮) নামে এক বাইসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। নিহত নুরনবী উপজেলার সিংনগর

গ্রামের আবুল হাসেমের ছেলে। এসময় আহত হয়েছেন ইজিবাইক চালক মহিদুল (৫৫)। তিনি উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের সদরপাড়া গ্রামের গোলামের ছেলে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জীবননগর-দর্শনা আঞ্চলিক মহাসড়কে উথলী গ্রামের আমতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীসূত্রে জানা যায়, দর্শনাগামী পূর্বাশা পরিবহন নামের একটি বাস উথলী আমতলা এলাকায় পৌঁছালে পার্শ্বসড়ক রাঙ্গিয়ারপোতার দিক থেকে আসা এক বাইসাইকেল চালক আচমকা মূল সড়কের উপর চলে আসে।

এসময় বাসের চালক ইমার্জেন্সি ব্রেক চাপলেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারেনি। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইসাইকেলে চালক নুরনবীর। একই সময় দর্শনার দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি ইজিবাইকের সাথেও বাসটির সংঘর্ষ হয়। আহত হন ইজিবাইকের চালক। দুর্ঘটনার পর বাসটি সড়কের উপর আড়াআড়ি হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় জীবননগর থানা পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা। তাঁরা সড়কের উপর থেকে বাসটি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেন। বাসটি হেফাজতে নিলেও চালক ও হেলপারকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। তবে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, উথলী আমতলা নামক স্থানটি একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। পার্শ্ব সড়ক থেকে আচমকা মূল সড়কে উঠে পড়ায় প্রায়ই এই স্থানটিতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

দামুড়হুদায় অভিনব কায়দায় পাখি ভ্যান চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর গ্রামের এক কিশোরকে বোকা বানিয়ে

পাখি ভ্যান চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর পুল পাড়া গ্রামের বখতিয়ার হোসেনের ছেলে আশিক প্রতিদিনের ন্যায় ভাড়ার উদ্যেশে লোকনাথপুর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় দর্শনা দিক হইতে দুজন এসে পাখিভ্যান চালককে কার্পাডাঙ্গা বাজারে যাওয়ার উদ্যেশে ভাড়া চুক্তি করে। পরে একজন আশিককে বলে তুমি তো এই বাজার চেনো এক কেজি নসিমন দড়ি কিনে নিয়ে এসো এই কথা বলে একজন সাথে নিয়ে যায় আর একজন পাখিভ্যানের তার কেটে ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে যে ব্যাক্তি গিয়েছিল সে বাজারে থেকে হারিয়ে যায়।

যেখানে পাখি ভ্যান রেখে গিয়েছিল সেখানে এসে দেখে পাখিভ্যান নাই। ভ্যান চালক আশিক দিশেহারা হয়ে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই হারুনার রশিদ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন একটি পাখিভ্যান প্রতারণা করে নিয়ে গেছে। দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় চাঁদপুর গ্রামে বিয়ের দাবিতে ১ সন্তানের জননী প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান

দামুড়হুদা উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের খালেকের ছেলে সাইদুরের বাড়িতে বিয়ের দাবীতে ১ সন্তানের জননীর অবস্থান। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিয়ের দাবিতে অবস্থান নেয়। দিনভর তাকে বুঝিয়েও বাড়ি ফেরাতে পারেনি মেয়ে পক্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কুনিয়া গ্রামের নাজুর মেয়ে নাজমিন নাহার ফুলতলির উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামে বিবাহ হয়। নাজমিন নাহার ফুলতলির স্বামী খুবই ভদ্র প্রকৃতির ছেলে। তা সত্ত্বেও নাজমুন নাহার ফুলতুলির সাথে চাঁদপুর গ্রামের খালেকের

বখাটে ছেলে সাইদুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। মন দেওয়া নেওয়ার এক পর্যায়ে পরিবারের লোকজনের অজান্তেই তারা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে মেলামেশায় লিপ্ত হতে থাকে। নাজমিন নাহার ফুলতলি সাইদুরকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকলে সে বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যেতে থাকে। অবশেষে প্রেমের টানে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেতে নিরুপায় হয়ে নাজমুন নাহার ফুলতলি আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিয়ের দাবীতে সাইদুুরের বাড়িতে উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে নাজমুন নাহার ফুলতলির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বর্তমানে সে শয্যাশায়ী।

ফুলতলীর মা জানান সাইদুর আমার মেয়ের সোনার সংসার নষ্ট করে দিলো। তার ১ বছরের একটি বাচ্চা রয়েছে। সকলে বুঝিয়েও তাকে ফেরত আনতে পারলাম না। স্থানীয় অনেকেই নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, সাইদুর চুলের ব্যাবসা করে। তার খুব টাকার গরম। সে টাকার গরমে এলাকার বিভিন্ন মেয়েকে উত্যাক্ত করে বেড়াতো। সে একটি সুন্দর সংসার নষ্ট করে দিলো। তার শাস্তি হওয়া দরকার। এ বিষয়ে জানতে সাইদুুরের বাড়ি গেলে সাংবাদিকদের উপস্থিতি আগে থেকে টের পেয়ে সে সটকে পড়ে।সাইদুরের বাবা জানান কি করবো। ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে। ইদ্দত পালন শেষে তিনমাস পর তাদের বিয়ের ব্যাবস্থা করতে হবে।

স্থানীয়রা জানান সাইদুর ও নাজমিন নাহার ফুলতুলি আজই বিয়ে করে সাইদুর যেখানে চুলের ব্যাবসা করে সেখানে চলে যাবে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

এ বিষয়ে জানতে ফুলতলীর সদাবরীর স্বামীর পরিবারের লোকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল

উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ কৃপা সিন্ধু মৃধা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গত বুধবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এ অবস্থিত ডিলাক্স নামক বাস কাউন্টারের সামনে পৌঁছালে পলাতক আসামী মোঃ আব্দুর রউফ ওরফে রব (৪৫), পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-দিগড়ী ইসলামপুর (ডোমচারা), থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় এবং উক্ত ফেনসিডিল পুলিশ উদ্ধার করে।

পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএস এফ পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে ৫ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিক মানসিক ভারসাম্যহীন অভিষেক কুমারকে (৩৫) সীমান্তরক্ষী বাহীনি বিএস এফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আটককৃত অভিষেক কুমার ভারতের ঝাড়কান্ড প্রদেশের জারিদি জেলার গান্ধীনগর থানার জারিদি বাজার পাড়ার ঘনশ্যামের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের

পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে এ হস্তান্তর করা হয়। অভিষেক কুমারের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা পুস্পা দেবী তাকে গ্রহন করতে সীমান্তের শৃন্য রেখায় আসেন।

পুলিশ জানায় ২০১৯ সালের ২১ জুলাই রাজশাহী বিভাগের বোয়ালিয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলো। এ সময় বিজিবি অভিষেক কুমারকে আটক করে। পরে তাকে বিজিবি অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অভিষেক কুমারের বিরুদ্ধে দায়ের করেন মামলা যার নং ১০। এরপর ২২ মার্চ ২০২২ সালের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বহিরাগমন-১ থেকে ভারত প্রত্যাবাসনের চিঠি প্রেরণ করে।

কিন্তু অভিষেকের পারিবারের সন্ধান না পাওয়ায় দায়িত্বশীল কারো কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা একাত্তর টিভির জেষ্ঠ্য চিত্রসাংবাদিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ মো: শামসুল হুদার প্রত্যাবাসন বিষয়ক বেশ কিছু সাফল্যের কথা জানতে পেরে অভিষেককে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ৫ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারতীয় নাগরিক অভিষেক কুমার ।

এসময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মন মোহন, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার এনামৃল হক, হাবিলদার সাকার উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ইনচার্জ জিললু রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই আতিক হাসান, এ এস আই মোমিন এ এস আই সায়মুন। ভারতের গেঁদে বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এসি বিতাশা, এস আই পি মুর্খার্জি, এসআই মজুমদার, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ জেসি দে, কাস্টমস কর্মকর্তা রামাতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এএসআই তন্ময় দাস, ডিআইবি সাধন মন্ডল, রেডক্রস প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে মাসিক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইশা, জীবননগর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, হাসাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাহাজ্জত মির্জা, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে জেলা পুলিশের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে ফেব্রুয়ারি মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় মামলা নিষ্পত্তি, নিয়মিত মামলায় আসামি গ্রেফতার, ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন ডিউটি, হোন্ডা মোবাইল, জাল টাকা/ অজ্ঞানপার্টি/ মলমপার্টি চক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র-গুলি, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার, ভাড়াটিয়া তথ্যফরম পূরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা/ গুজব রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং, নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য কেনাকাটা শেষে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছাতে পারে সে ব্যাপারে হাইওয়ে ও লোকাল রাস্তায় দিবা-রাত্রি পুলিশী বৃদ্ধি করার নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ সুপার সকল অফিসার ও ফোর্সের অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানাসহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, ইন্সপেক্টর ক্রাইম, ডিএসবি, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন) সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগণ।